সমকাল

তারিখ : 09 FEB 2016
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... 2

ছাত্রদলের ৭৩৬ এবং সিলেট বিএনপি নেতৃত্ব

সমকালীন প্রসঙ্গ

আসিফ আহমেদ
লেখক

সিলেট জেলা ও মহানগর বিএনপি তাদের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করেছে নির্বাচনের মাধ্যমে। কাউন্সিলররা ভোট দিয়ে ঠিক করেছেন, কারা ধরবেন দলের হাল। সোমবার সমকালে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল এভাবে- 'ভোটে সাইফুর অনুসারীদের জয়'। রাজনৈতিক দলের কমিটি গঠনে ভোটাভুটির মাধ্যমে নেতা নির্বাচন বাংলাদেশে খুব একটা দেখা যায় না। বলা যায়, সিলেটের বিএনপি নেতৃত্ব এ ক্ষেত্রে নতুন নজির স্থাপন করেছে। ভোট হলে এক পক্ষ জয়ী হয়, এক বা একাধিক পক্ষ হারে। সব পক্ষের প্রতিনিধিদেরও দেখা যেতে পারে কমিটিতে। যারা জয়ী তারা যদি নির্বাচনের পর সব পক্ষকে মানিয়ে চলতে পারেন, সেটা নেতৃত্বের সার্থকতা। সিলেটে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সদ্ভাব ও সহিষ্ণু মনোভাব কাজ করে- এমন সুনাম রয়েছে। আবার দলাদলি ও কোন্দলও সেখানে কম নেই। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। ছাত্রলীগে অন্তর্দ্বন্দ্ব- এটা বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় আসে। বিএনপি জেলা নেতৃত্ব ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করে ভালো পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে বৃক্ষের শেষ পর্যন্ত পরিচয় ফলে। এখন দেখতে হবে নিজ দলের প্রতিপক্ষের প্রতি কী ধরনের আচরণ নির্বাচিতরা করেন।

২০১৩ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত যে সহিংস রাজনীতি এ দলের জাতীয় নেতৃত্ব পরিচালনা করেছে, সিলেটও তা থেকে মুক্ত ছিল না। বিএনপির কোনো পর্যায় থেকেই এখন পর্যন্ত বলা হয়নি- আমরা ভুল করেছি। ২০১৫ সালে টানা তিন মাস দেশে হরতাল-অবরোধ চালিয়েছে দলটি। এমনকি এসএসসি পরীক্ষা বা বিশ্ব ইজতেমার সময়েও এ ধরনের হিংসাত্মক কর্মসূচি থেকে দলের নেতৃত্ব সরে যায়নি। এসএসসি পরীক্ষার সময় তো একজন কেন্দ্রীয় নেতা বলেই ফেলেন- কিসের পরীক্ষা? সিলেটের নতুন নেতৃত্ব বিচ্ছিন্নভাবে সন্ত্রাসনির্ভর রাজনীতি থেকে সরে আসবেন, সেটা প্রত্যাশা করা যায় না। তবে তারা যেহেতু দলের কর্মীদের মনোভাবকে সম্মান দেখিয়েছেন, জনগণের মনোভাবকেও এভাবে সম্মান দেখাতে পারেন। রাজনীতিতে সন্ত্রাস-হিংসা কে চায় বলুন?

বিএনপির ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি নিয়ে এখন বিভিন্ন মহলে আলোচনা চলছে। সোমবার সমকালে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল এভাবে- 'অছাত্ররা এবারও ছাত্রদলের কমিটিতে'। প্রথম আলোর শিরোনাম- 'বয়স্কদের জন্যই বড় কমিটি'। বাংলাদেশ প্রতিদিনের শিরোনাম- 'ছাত্রদলে এখন সবাই নেতা'। এ পত্রিকাটির দাবি- কমিটিতে আরও নাম বাড়ছে।

ছাত্রদলের এ কমিটি অনুমোদন করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। কেউ বলছেন, তিনি চাইছেন না কমিটি গঠনের পর পদ না পাওয়া বিক্ষুব্ধরা পথে নামুক। ছাত্রদল বড় সংগঠন- তাই পদপ্রত্যাশী অনেক। সবাইকে খুশি রাখার কথা ভাবতেই পারেন বিএনপি নেতারা। আবার কেউ কেউ দাবি করছেন, সরকারবিরোধী পরবর্তী আন্দোলনে যাতে সব গ্রুপ সক্রিয় থাকে সেজন্য এমন ঢাউস কমিটি। কেউবা ব্যাখ্যা দেন এভাবে- আন্দোলন শুরু হলে সরকার নেতাদের গ্রেফতার করতে পারে। কিছু নেতা গ্রেফতার হলেও যাতে নেতৃত্বের সংকট দেখা না দেয় সে জন্যই বড় কমিটি; কিন্তু আন্দোলনই যদি গড়ে তোলা না যায়?

ছাত্রদলের এ কমিটি অনুমোদন করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। কেউ বলছেন, তিনি চাইছেন না কমিটি গঠনের পর পদ না পাওয়া বিক্ষুব্ধরা পথে নামুক। ছাত্রদল বড় সংগঠন- তাই পদপ্রত্যাশী অনেক। সবাইকে খুশি রাখার কথা ভাবতেই পারেন বিএনপি নেতারা। আবার কেউ কেউ দাবি করছেন, সরকারবিরোধী পরবর্তী আন্দোলনে যাতে সব গ্রুপ সক্রিয় থাকে সেজন্য এমন ঢাউস কমিটি। কেউবা ব্যাখ্যা দেন এভাবে- আন্দোলন শুরু হলে সরকার নেতাদের গ্রেফতার করতে পারে। কিছু নেতা গ্রেফতার হলেও যাতে নেতৃত্বের সংকট দেখা না দেয় সে জন্যই বড় কমিটি; কিন্তু আন্দোলনই যদি গড়ে তোলা না যায়?

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হবে ২০১ জনকে নিয়ে। অতীতে এ ধারা মানা হয়নি। খালেদা জিয়া আগেও যেসব কমিটি অনুমোদন দিয়েছেন তাতে নিয়ম মানা হয়নি। এখন না মানলেই-বা কী? রাজনীতি সবসময় সরল রেখায় চলে না- এমন যুক্তি দেওয়া হবে। কিংবা বলা হবে- দেশে যখন 'গণতন্ত্র নেই' তখন সংগঠনে গণতন্ত্র প্রত্যাশা করা যায় না। বিএনপি যখন সরকার উৎখাতের জন্য সহিংস আন্দোলন করছিল, তখন কর্মসূচি প্রদানের আগে নেতারা আলোচনায় বসতেন না। তখন কেউ কেউ বলেছেন, এভাবে চলতে গেলে সরকারের দিক থেকে দমননীতির শঙ্কা থাকে। কেউ কেউ এটাও বলেছেন, বিএনপির মধ্যে সরকারি এজেন্ট আছে। কমিটিতে কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হলে তা সরকারের কাছে এ এজেন্টরা পৌঁছে দেবে। তাই আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সব ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে দলের চেয়ারপারসনের হাতে। ছাত্রদলের নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষমতাও তাকেই দেওয়া হয়েছে। তিনি বিভিন্ন সময়ে এ দলের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। তাদের মতামত শুনেছেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন- কমিটি হবে ৭৩৬ সদস্যবিশিষ্ট। বিশাল আকারের এ কমিটি নিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। সভাপতির বয়স নাকি ৪০ ছুঁই ছুঁই। বিয়ে করেছেন, সন্তানকে প্রতিদিন স্কুলে পাঠাচ্ছেন এমন 'ছাত্র' রয়েছে কমিটিতে। অন্তত একশ' নেতা বিবাহিত, এ তথ্যও এসেছে কোনো কোনো সংবাদপত্রে। বলা যায়, প্রতি সাতজনের একজন বিবাহিত। বিবাহিত হলে ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটিতে থাকা যাবে না, এমন কথা নেই। তবে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের যে ধারা আমরা দীর্ঘদিন দেখছি তাতে এ বিষয়টিকে খুব সুনজরে দেখা হয় না। কেউ বলতে পারেন- বিবাহিতরা পড়াশোনার অধিকার পেলে সংগঠনের নেতা হতে আপত্তি কেন? যুক্তির কথা বটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বছর ছাত্রীদের হলের জন্য সূর্যাস্ত আইন ছিল। অর্থাৎ ছাত্রীদের সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে হলের ভেতরে প্রবেশ করতে হবে। আগে আরও একটা নিয়ম ছিল- বিবাহিত ছাত্রীদের হলে থাকতে দেওয়া হবে না। যুগের প্রয়োজনে নিয়ম পাল্টায়। এখন এমন নিষ্ঠুর নিয়ম উঠে গেছে। ছাত্রদলও নিজেদের জন্য নতুন নিয়ম করতে পারে বৈকি।

এ সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠক কীভাবে অনুষ্ঠিত হয়, সেটা দেখার জন্য অনেকেই সম্ভবত অপেক্ষা করবেন। রাজধানী ঢাকাতে এখন সভা-সমাবেশ করার মতো স্থান পাওয়া সহজ নয়। ছাত্রদলের কমিটি সভা করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি উপযুক্ত স্থান হতে পারে। কিন্তু সেখানে যেতে সম্ভবত বাধা আসবে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের তরফে। তারা বিএনপির ছাত্র সংগঠনকে যে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দিতেই নারাজ।

বিএনপির নেতৃত্ব সিলেট জেলা বিএনপির কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করলে কেমন হতো? ওই জেলায় একটি ভালো নজির স্থাপিত হয়েছে এবং তা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটি করতে পারত কেন্দ্রীয় কমিটি। ছাত্রদলকে এভাবে গিনিপিগ হিসেবে বেছে নেওয়া যেত। কিন্তু বিএনপি নেতৃত্ব এতে ব্যর্থ হয়েছেন। তারা এটাও চাইছেন না যে, ছাত্রদল ছাত্রদের সংগঠন হয়ে উঠুক। তাদের একটিই লক্ষ্য- রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে ছাত্রদল হয়ে উঠবে বর্শাফলক। তারা রাজপথে নামবে। মিছিল-সমাবেশ করবে। প্রয়োজনে গাড়ি জ্বালাবে। রগকাটা অপশক্তির সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মীদের সঙ্গে মিলে রাজনীতির অঙ্গনকে অস্থির করবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কমিটি হলে তারা বলত- সামনে পরীক্ষা, তাই রাজপথের কর্মসূচি এখন চলবে না। বিএনপি নেতারাও সম্ভবত এটা বোঝেন। আর সে কারণেই তারা নিয়মিত ছাত্রদের ওপর ভরসা রাখতে পারছেন না। যাদের ছাত্র জীবন শেষ, কর্মজীবনে রয়েছেন কিংবা যেতে চাইছেন তাদের নিয়ে কমিটি গঠনের এটা যুক্তি বটে। তবে তারা একটি বিষয় বিবেচনায় নিতে পারেননি- ছাত্রদের মধ্যে কিন্তু পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখন সেমিস্টার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। পাঠ্যসূচি সময়মতো শেষ করার বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা আগ্রহী। বটতলায় সমাবেশ ডাকলেই তারা হাজির হয় না। ক্লাসের সময় মাইক বাজলে তারা বিরক্ত হয়। করিডোরে মিছিলের সমর্থনে কথা বলার মতো একজন শিক্ষার্থীও মিলবে না। কিন্তু বিএনপি এবং তাদের ছাত্র সংগঠনের নেতারা যে এ বাস্তবতা আদৌ বুঝতে চায় না। আর সে কারণেই ৭৩৬ জনের কমিটি গঠনের পরও তারা বলতে পারেন- প্রয়োজনে আকার আরও বাড়ানো যেতে পারে।